প্রথম আলো বাংলাদেশ

হত্যা থামছে না

ঝিনাইদহে হিন্দু পুরোহিত খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঝিনাইদহ | আপডেট: ০১:৪১, জুন ০৮, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

দেশে নিশানা করে (টার্গেট কিলিং) হত্যাকাণ্ড থামছে না। চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীকে ও নাটোরের বড়াইগ্রামে খ্রিষ্টান মুদিদোকানিকে হত্যার ৪৮ ঘণ্টার মাথায় গতকাল মঙ্গলবার ঝিনাইদহে হত্যা করা হলো এক হিন্দু পুরোহিতকে। ৭০ বছর বয়সী এই পুরোহিতের নাম আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলী। আগের ঘটনাগুলোর মতো এ ঘটনাটিও ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে।

পুরোহিত আনন্দ গোপালকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)। আইএসের কথিত সংবাদ সংস্থা 'আমাক'-এর বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় জঙ্গি তৎপরতা পর্যবেক্ষণকারী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা সাইট ইন্টেলিজেন্স। গত রোববার নাটোরে খ্রিষ্টান মুদিদোকানি সুনীল গোমেজকে (৬০) হত্যারও দায় স্বীকার করে আইএস। তবে ওই দিন চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী মাহমুদা খানমকে হত্যার দায় এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা মনে

করছেন, এর আগের এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের মতো সর্বশেষ এ তিনটি ঘটনায়ও জঙ্গিগোষ্ঠী জড়িত। সাম্প্রতিক অন্যান্য টার্গেট কিলিংয়ের সঙ্গে সর্বশেষ তিনটি হত্যাকাণ্ডের মিল রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, গতকাল মঙ্গলবার সকাল নয়টার পর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের মহিষারভাগাড় এলাকায় আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলীকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। আনন্দ গোপালের বাড়ি সদর উপজেলার করাতিপাড়া গ্রামে। তিনি নলডাঙ্গা বাজারে একটি দুর্গামন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামে পূজা-অর্চনা করতেন।

খুনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কাউকে পাওয়া না গেলেও সকালে মাঠে কাজ করতে যাওয়া কৃষকেরা করাতিপারা-নারায়ণপুর সড়কের ওপর আনন্দ গোপালের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে ঝিনাইদহ সদর থানার পুলিশ লাশ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্ত শেষে গতকাল সন্ধ্যায় করাতিপাড়া শ্মশানে আনন্দ গোপালের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

আনন্দ গোপালের নাতনি বৈশাখী গাঙ্গুলী প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর ঠাকুরদা নিজ বাড়িতে পূজা করে সবাইকে প্রসাদ দিয়ে সকাল পৌনে নয়টার দিকে বাইসাইকেল নিয়ে বের হন। তিনি খড়াশুনি গ্রামে যাচ্ছিলেন। এক ঘণ্টা পর তাঁরা খবর পান মাঠের মধ্যে ঠাকুরদাকে হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছে, আনন্দ গোপাল বাইসাইকেলে চড়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর পিছু পিছু একটি মোটরসাইকেল যাচ্ছিল।

মোটরসাইকেলে তিনজন আরোহী ছিলেন। কিছুক্ষণ পর মোটরসাইকেলটি দ্রুতগতিতে চলে যায়। এরপর

রাস্তার পাশের জমিতে পুরোহিতের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন কৃষকেরা। ওই তিন মোটরসাইকেল আরোহী হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

ওসি জানান, আনন্দ গোপাল প্রায়ই ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন। তাই হত্যাকারীরা আগে থেকেই তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে জানত বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ খুনের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি যে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটছে, সেগুলোর মিল থাকতে পারে। তবে এখনই সবকিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না।

আনন্দ গোপালের মেয়ে রিনা গাঙ্গুলী প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর বাবা বাড়ি বাড়ি পূজা করতেন। সকলেই তাঁকে ভালো বাসতেন। যে মানুষটি সকলের কাছে প্রিয়, সেই মানুষকে কেউ মারতে পারে না।

স্থানীয় স্কুলশিক্ষক নীলরতন রায় বলেন, ‘পুরোহিত কাকা নিরীহ, সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। পূজা-অর্চনা করতেন। তাঁর কোনো শত্রু নেই। কারা, কেন মারল, তা বুঝতে পারছি না।’

এ নিয়ে চলতি বছর কেবল ঝিনাইদহে একই কায়দায় তিনজন ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘুকে হত্যা করা হলো। প্রথম ঘটনা ঘটে গত ৭ জানুয়ারি। ওই দিন ঝিনাইদহের সদর উপজেলার বেলেখাল বাজারে নিজ হোমিও চিকিৎসালয়ে খুন করা হয় ছামির আলীকে (৮২)। পরদিন আইএসের নামে দায় স্বীকার করে দাবি করা হয়, খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে ছামির আলীকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর ১৪ মার্চ কালীগঞ্জ উপজেলায় শিয়া সম্প্রদায়ের নেতা আবদুর রাজ্জাক (৪৮) নামের এক হোমিও চিকিৎসককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই হত্যার দায়ও স্বীকার করে আইএস। এ দুটি হত্যা ঘটনার তদন্তে এখন পর্যন্ত কোনো কুলকিনারা করতে পারেনি পুলিশ।